দুন্দুভি বেজে ওঠে দ্রিম দ্রিম রবে

হাসান আজিজুল হক

দুই মাইত্রোবাস ভর্তি সংহতি আর একাত্মতাওয়ালারা মাঠের মাঝখানে নেমে পড়ে দিশেহারা। মাঠ ফসলশূন্য, দুপুর মারাত্মক, এলোমেলো হাওয়ায় খু গন্ধ, একটি দুটি বড় গাছে পাতার ঝমঝম শব্দ। ভাঙা-চোরা রাস্তা এখন সামনে দিগন্ত পেনোর চেষ্টা করছে। মাইত্রোদুটি গাঁইগুঁই নানারকম শব্দ তুলে আবার ফেরতমুখী। রাস্তার পশ্চিমদিকে আলের মাথায় ফিকে লাল কাগজের গাধার কানের মতো একটি পতাকা এপাশ-ওপাশ দুলছে। বেলা দুপুরের এরকম আলো সন্ধের অন্ধকারের মতো, চোখে সয়ে না এলে কিছুই ঠাহর হয় না। একটু পরেই দেখা যায় পতাকা একটি নয়, বহু গোলাপি কাগজের পতাকা শুকনো একটি খাঁড়ির দুপাশের আলের ওপরে দশ হাত দূরে দূরে কাঠিতে বসানো। সেই পতাকা-সারির মধ্যে দিয়ে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা, অনেকটা দূরে গোটাকতক ধুলোমাখা মাটির বাড়ি দু'একটি বড়ো অশথ বা বট গাছ। আশ্চর্য, এসব কিছুই এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। গোরস্থানে গেলে এরকম হয়। মনে হয় কেউ নেই, কেউ আসবে না। তারপর বাতাসই যেন এক একটি হালকা মূর্তি হয়ে হাত-পা তুলে নাচতে থাকে। তেমনিই এতক্ষণ কেউ কোথাও ছিল না। বাড়ি নয়, ঘর নয়, মাঠ নয়, পথ নয়। তারপরেই ধীরে ধীরে কাঠি-বসানো পতাকা, তারপর দুই সারি পতাকার ভিতর দিয়ে হাওয়া থেকে তৈরি হাওয়া মানুষেরা নিঃশব্দ চিৎকারে ধেয়ে আসছে রাস্তার দিকে। অনেক নারী-পুষ। কালো আর রোগা, পাণ্ডলো বাঁকা-ঠ্যাঙ বা ঠেঙ বলাই ঠিক—মাঝখানে কাপড়ের ছেটো একটা পুঁটলি। ওপর-নিচে ন্যাংটো ধেয়ে আসছে মেয়ে-পুষ। ওরা এগিয়ে আসছে, মাইত্রো চড়নদাররা বোকার মতো দাঁড়িয়ে। হাসি বেরোচ্ছে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। তারপর হাওয়া থেকেই হাওয়াই শব্দ বেরিয়ে এলো। ঢোলের শব্দ, ঐ হলো মাদলের শব্দ, সিঁদুর-মাখা ঢোল, মাদল, দুন্দুভি, একটা যেন শানাই জাতীয় বাঁশি-এইসব শব্দ সোরগোল নিয়ে পিল পিল মানুষরা গাঁ খালি করে রাস্তায় এসে পৌঁছানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মহানগরের অতিথিরা অভ্যর্থনা নেবার জন্য লাইন দিয়ে তৈরি হয়ে যান।

রাস্তার উপরে মিছিলের লাইন দিয়ে অতিথিরা তৈরি তাঁদের সামনে, রাস্তার ঠিক নিচে শুকনো নিচু জলা-জায়গাটায় পৌঁছেই তারা মুহূর্তে মেয়ে পুষ আলাদা হয়ে গেল। মেয়েরা জড়িয়ে ধরল পরস্পরের কোমর, কিশোরী যুবতী প্রৌঢ়া বৃদ্ধা। কপালে তেল সিঁদুর লেপা, কালো চোখের নিচে গাঢ় কালো চামড়ার উপর কালো কাজল। কপালে লাল টিপ বা সিঁদুর থ্যাবড়ানো। সবাই অস্থিচর্মসার, যুবতীদেরও চেনা দায়। একেবারে লেপামোছা শরীর, শুকনো কঞ্চির মতো। বৃদ্ধাদের ভাঙা কোমর এমনিতেই বাঁকা। সবাই স্নাত, চৌখুপি শাড়ি পরনে, ছেঁড়া, রং-জলা, তবু পাট-ভাঙা কাচা। যুবকদের হাতে ঢোল, মাদল দ্রিম দ্রিম ঘোরলাগা, দোললাগা নয়, চোখ বন্ধ করে ঢ্যাপ ঢ্যাপ পিটিয়ে যাচ্ছে। হাড়ের উপর কোঁচকানো চামড়া ঢাকা মিশিমাখা কালো দাঁত বের করে কিংবা দন্তহীন গলা হাসি ছড়াতে ছড়াতে কাঁসি বা বাঁশি বাজাচ্ছে কেউ কেউ।

দেবী কখন অতিথিদের বিব্রত মিছিল ছেড়ে নেমে গেছেন শুকনো খাঁড়িতে। দুই দিকে দুই ঠো শুক্ষস্তন যুবতীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে, দুজনে ধরেছে তাঁর কোমর, তিনিও ধরেছেন তাঁদের কোমর, দুলছেন সামনে পিছনে, কেমন ঘোরলাগা, চোখদুটি নিমীলিত, কাঁচাপাকা অল্পচুল আঁচড়ানো টান টানা বাঁধা। মাইত্রো থেকে তিনি নেমে গেলেন , না ওঁদেরই সঙ্গে মাটির ঘর থেকে বেরিয়ে এখানে এলেন বলা কঠিন। এর মধ্যেই দেবীর কপালে একমুঠো সিঁদুর মাখানো-ঘামতে ঘামতে মুখ বেয়ে গলা বেয়ে নামছে। এদিকে ভাঙা গলায় বেসুরো গান, তাতে শব্দের চাইতে বাতাসের সাঁই সাঁই আওয়াজই বেশি, মা এসো গো রানী এসো, ধুলো কাদার মধ্যে দিয়ে এসো, হাড়-ফাটানো রোদের মধ্যে দিয়ে এসো, খালি পায়ে ফাটা পায়ে বাবুদের ফাঁকা মাঠের ভিতর দিয়ে রক্ত ঝোঁঝাতে ঝোঁঝাতে এসো, মাঘের কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে ছেঁড়া শাড়ির ফোঁকড় দিয়ে এসো। এসো গো, ছেলেপিল্যার ভোকের মধ্যে, ফাটা শানকির কান্দনের মধ্যে, যবের শীষে, গমের শীষে, চাল-পচুনির আমানির সোয়াদে এসো। এইরকম গান চলছে। আট-বাঁকানো দুর্বোধ সুরে। রাস্তায় দাঁড়ানো অতিথিদের গরম বাতাসে ঘুম আসে। দুলুনির সঙ্গে ঘুমোতে থাকে যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

পুরো ভিড় এইবার শুকনো খাড়ির রাস্তায়, দুই সারি গোলাপি কাগজের পতাকার মধ্যে দিয়ে গাঁয়ের মুখের দিকে ফিরতে থাকে। নাচের দল সব আগে, তাদের মাঝখানে দেবী, তাদের পিছনে বাজনাদারদের দল, তাদের পিছনে ভালো-পানা মুখওয়ালা সংহতি আর একাত্মতাবাদীরা।

কোনোরকম ভূমিকা ছাড়াই গ্রাম। একেবারে নাড়াওয়ালা জমির উপর ঘর। ত্যানা ন্যাকড়া পলিথিন ব্যাগ, গোবর, খুঁটোয় বাঁধা শুয়োর, রোগা রোগা পেয়ালা রঙের ছাগলছানা এইসব মরা আধমরাদের ভেতর দিয়ে বুকে বল নিয়ে হেঁটে গেলে একটু উঁচু ভিটের মুখে খুব বড় এক পিটুলিগাছ। পাশে হতচ্ছাড়া বেলগাছ। বড়ো বড়ো কাঁটা উঁচিয়ে আছে সেইখানে উঁচু ভিটের ঢালুতে দাঁড়িয়ে গ্রামবৃদ্ধ। তার হাতে জলভর্তি বিশাল এক পেতলের ঘটি। তাতে ডুবোনো আমের ডালপাতা। আম্রপত্র বা আম্রপল্লব বলা যায়। মেয়েরা দেবীকে এগিয়ে দিতেই বুড়ো তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বহুকষ্টে জলভরা আম্রপত্রসহ ঘটি কপালে তুলে অসহনীয় বিনতি জানায়। ঘটির ভারে বাহুদুটি ছিঁড়ে পড়ছে, গিঁটখোলা কম্পমান রগগুচ্ছ মাথাটাকে আর ধরে রাখতে পারছে না। কোনোরকমে প্রণাম শেষ করে সমস্ত জীবনের অফলা বিষকাঁটায় ভরা জমিটাকে একেবার যেন জরিপ করে ঘটির সব জল দেবীর পায়ে ঢেলে আমের ডালপাতা তাঁর হাতে ধরিয়ে দেয়।

এইবার মা ভত্তি হবেন, সুধীগণ, অতিথগন, এইবার মা ভত্তি হচেন। মাইত্রোফোন থেকে একটা ফাটা গলা আছড়ে পড়ে। আমাদের অনুষ্ঠান শু হবেক। আমাদের এই গেরামে আসিচ্ছেন শহরের দিকপাল উকিল সাহেব, অ্যাডভোকেট সাহেব। এই গেরামে আজ উৎছব, আমাদের মা ভত্তি হলেন, এইমাত্র ভত্তি হলেন। মায়ের সঙ্গে আসিচ্ছেন সবচেয়ে বড়ো উকিল সাহেব আর ভার্সিটির প্রফেছার, আর জননেতা, কেন্দ্রীয় পার্টির সদস্য, আমাদের আদিবাসীদের প্রাণের প্রাণ, আমাদের সুখ দুঃখের দোসর, আপনেরা সবাই তাকে চিনেন, নাম বলার দরকার নেই, সবাই তাকে চিনেন, আর ভার্সিটির প্রফেছার, আমাদের আপনজন, সব-সোময় পাশে থাকেন, আমাদের কথা লিখেন আর আসিচ্ছেন প্রবীণ ছাত্রনেতা দরাজউদ্দিন দরাজ...।

দেবী মঞ্চে দাঁড়ালেন। গলায় কাগজের ফুলের মালা, মাথায় চুলে গালে সিঁদুর লেপা। শিরাওঠা দুহাতে মায়া। পুরনো চোখে নরম চাউনি-মা একেন ভত্তি হচেন মাইত্রোফোন আবার ঘোষণা একে একে নারী-পুষ মঞ্চে আসে, তঁর জলঢালা ভেজা পায়ের দিকে দুহাত জোড় করে হাঁটু ভেঙে নত হয়, চলে যায়, আর একজন আসে, তেভাঙা কাঠির মতো, বাতাসে ভেসে আসা মরা উচ্চিংড়ের মতো, নত হয়, পার হযে যায় আর একজন আসে তারপর আর একজন। সব শেষে গাঁয়ের একমাত্র ষোড়শী স্বাস্থ্যবতী। দৃপ্ত পায়ে সে মঞ্চে ওঠে, নধর কালো দুখানি হাতে ধরা তাজা গোলাপ ফুল। মায়ের সামনে মাথা তুলে দাঁড়ায়, ফণা-তোলা কালো গোখরোর মতো একটা দেহের বলিষ্ঠপুষ্ট সুকুমার ঘাড়, মোম-ঘষা কষ্টিপাথরের মতো, অতি প্রশস্ত বক্ষম পেলভিক বোন সমৃদ্ধ নিতম্ব, দুই পু ঠোঁটে বিস্তৃত নিবিড় লিপ্ততা, সব মিলিয়ে বরেন্দ্রের মাঠের গোখরোর মতো। সমস্ত দেহ দিয়ে সে বলে, মা, আমাদের ঘর চাই, বাড়ি চাই, মাটি চাই, স্বামী চাই, ছেল্যাপিল্যা চাই। আমরা খিদায় লাথি দেব, আঁধারে লাথি দিব, উড়ন্ত প্রজাপতির মতো দুই চোখের চাহনি সে মায়ের মুখের উপর ফেলে, এইসব ফুল নাও, জল বাতাস আকাশ আলো কি কি চাই মনে রেখো।

সে মেয়ে নেমে যায়। মাইত্রোফোনে কথা ভাসে, সব ভত্তি হঁয়া গেল। এখন বক্তৃতা হচে। পেরথমেই বক্তৃতা করছেন, আমাদের সাঁওতাল ভাইবুনদের মধ্যে থিক্যা রিদয় হেম ব্রম, সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিবেন, তারপর ভাষণ দিবেন মালতী মেঝেন, তারপর অতিথগণ বক্তৃতা করবেন। প্রায় দু'ঘন্টা ধরে সমস্ত বাতাসকে পূর্ণ আর বিরক্ত করে ভাষণ চলে, বক্তৃতা চলে। আমরা আদিবাসী অথচ এই দেশে আমাদের কোনো অধিকার নেই। আমাদের জমি নেই, কাজ নেই, খাবার নেই, আমাদের মেয়েদের পরনে কাপড় নেই, ছেলেপিল্যাদের পেটে ভাত নেই, তারা ইসকুলে যায়না, রোগ হলেই মরে যায়, এক ফোঁটা ওষুধ পায় না, আমরা খেতে পাই না। আমাদের শুয়োরগুনো, ছাগলগুনো গটো মোষটো, মুরগিগুনো, ডোবার শোলটাকি মাছগুনো পর্যন্ত খেতে পায় না। সবাই খালি রোগা হচে আর মরে যেচে।

মাইত্রোফোন কখনো কখনো গর্জন করে উঠছে, এক নিশ্বাসে বলা কথা আছড়ে পড়ছে; আদিবাসীদের সমিস্যে কেউ দেখে না, ক্ষমতায় গিয়ে লুটতরাজে মত্ত হয়ে আছে শাসকদল, জোঁকের জোঁক তস্য জোঁক, দেশের সব টাকা এখন কালো, ঋণ খেলাপিদের দখলে। আদিবাসীদের দেখে কে? সব জায়গায় এক ধুয়ো, বাঙালি বাঙালি। সংবিধানে স্বীকৃতি চাই, সব আদিবাসী, উপজাতি, পাহাড়ি জাতির সাংবিধানিক স্বীকৃতি চাই। বাঙালি মুসলমান তাদের যা কিছু আছে সব কেড়ে নিচ্ছে, জমিজমার মালিকানার দলিল দস্তাবেজ তাদের কাছে নেই, কোনোদিনই ছিল না– এখন তাদের চৌদ্দপুষের ভিটে থেকে উৎখাত করা হচ্ছে। সরকারের খাস জমি তাদের হাতে দেওয়ার নামে বড়োলোক জোতদার, টাকার মালিক, ক্ষমতার মালিক সব হাতিয়ে নিচ্ছে।

মাইত্রোফোন এবার ক্লান্ত হয়ে এসেছে। কোনো কথাই আর গলা দিয়ে বের হতে চায় না। আর বক্তৃতা লয়, এখন একটি ঘোষণা, সবাইকে ধন্যবাদ, আর একটি ঘোষণা। মা আর অতিথ্গণ এইবার দুটি সেবা হবেন। সবাই পাকুড় গাছের তলায় ঢলে যান, সেইখানে সেবা হবে।

চায়ের কাপে পাচুই খাস? ঘরে ভাত নেই খাবার নেই, আর ভাত পচিয়ে মদ খাস? এক কাপ দুই কাপ খাই গ, কুন্ শালা বেশি খায়, উরি বাবা মায়ের সামনে যেতে পারি? আপনারা সব অতিথি আসিচ্ছেন, তাই আজ এট্টু.....

মা মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে আভূমি নত হয়ে বললেন, এই মাটিকে সর্বাঙ্গে নিলাম। এই মাটি তোরা নিবি, এই মাটিতে যাস- অদ্ভুত ভালোবেসে পচুইয়ের কাপ গ্লাস ধরা মরদের দিকে চেয়ে মা বললেন, তোরা পচুই খাস না, সে মুরোদ তোদের নেই বাবারা, পচুই তোদের খায়। যতোদিন তোদের খাচ্ছে খাক, সময় হলে ঠিক থামবে।

বাড়ি বাড়ি মুঠো মুঠো জোগাড় করা স মোটা নানারকম চাল পাওয়া গেছে বিশ কে.জি। পাওয়া গেছে একটি সাদা হাঁস। হাঁস কেটে, তার মাংস দা দিয়ে কুটে দেওয়া হয়েছে বিশ কেজি চালের সঙ্গে। বিশাল ডেকচির গরম খিচুড়িতে সেই হাঁস সাঁতরে বেড়ায়।

গরম গরম খিচুড়ি খেতে গিয়ে সাঁওতাল ওঁরাও নারী-পুষের চোখ আরামে মুদে আসে-আহ্ হাঁস খিচুড়ি। এদিকে সূর্যও হেলতে শু করেছে।

আরও আধঘণ্টা পরে বমি সামলাতে ব্যতিব্যস্ত সংহতি আর একাত্মতাওয়ালাদের নিয়ে মাইত্রোবাস দুটি রওয়ানা হবার সঙ্গে ধরাতল নির্জন, পরিত্যক্ত, জনহীন। ধরাতল প্রথমে যেমন প্রায় সেইরকম।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com